সংবাদ

তারিখ ... 2 JAN 2017
পৃষ্ঠা ৬ ... ২

কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনিয়মের আখড়া, দূর করুন

লুটপাট, স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতিতে অকার্যকর হয়ে পড়ছে কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। সরকার কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিলেও এ বোর্ড পরিচালিত হচ্ছে নিয়মবহির্ভূতভাবে। এখানে দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে। অসাধু কর্মকর্তাদের নেতৃত্বে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী একাধিক সিন্ডিকেট। কারিগরি বোর্ডের অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে বর্তমানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দুটি কমিটি কাজ করছে। জানা গেছে, বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও কারিগরি বোর্ডের অভিযুক্ত চেয়ারম্যানকে নামকাওয়াস্তে সতর্ক করা হয়েছিল। পরে ওই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ভুয়া ভাউচার দেখিয়ে বোর্ডের আরও ২৫ লাখ ১৪ হাজার ৪০০ টাকা হাতিয়ে নেয়ার অভিযোগ উঠে, যা আরেকটি তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখছে।

কারিগরি শিক্ষক সংগঠনগুলোও বোর্ডের কার্যক্রমে বেশ বিরক্ত। বিভিন্ন অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, একাধিক অসাধু কর্মকর্তার নেতৃত্বে সংস্থার অর্থের যথেচ্ছ ব্যবহার, ভুয়া ভাউচারে তহবিল লুটপাট, ভুয়া শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন, বিভিন্ন কেনাকাটায় অনিয়ম, সভা-সেমিনারের নামে মোটা অঙ্কের সম্মানী ভাতা গ্রহণ, প্রশাসনিক অদক্ষতা, ক্ষমতার অপব্যবহারসহ নানা কারণে সেবার মান নিচে নেমে গেছে। এছাড়া প্রতিদিন বিভিন্ন প্রয়োজনে বোর্ডে আসা শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও ঘুষ ছাড়া কোন সেবা পান না। এসব অনিয়ম যারা দেখভাল করবেন তারাও জড়িয়ে পড়ছেন অনিয়মের সঙ্গে।

আমরা মনে করি, প্রশাসনিক পর্যায়ে কেউ বড় ধরনের অনিয়ম করলে সেক্ষেত্রে শুধু সতর্ক করাটাই যথেষ্ট নয়। জরুরি ছিল যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

বিভাগীয় শাস্তির পর সে আদৌ সংশোধনের পথে গেছে কিনা সে ব্যাপারেও নজর রাখা উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই করা হয়নি। তদন্ত কমিটি করে দোষ প্রমাণ করা হলো, দোষী ব্যক্তিকে সামান্য সতর্ক করে পুনর্বহাল করা হলো, আবার সেই একই ব্যক্তির নতুন অপরাধেও নতুন তদন্ত কমিটি গঠিত হলো। তা হলে প্রথমবার সতর্ক করায় কী লাভ হলো বা একইভাবে বলা যায়, পরের বার দোষ প্রমাণিত হলেও কি একই কাজ হবে? দোষী ব্যক্তিদের নিয়ে বারবার তদন্ত কমিটি করেও যদি দুর্নীতি কমানো না যায় তখন বুঝতে হবে ভূত রয়েছে শর্ষের ভেতরেই। এ ভূতগুলোই দুর্নীতিবাজদের রক্ষা করে, তাদের নিয়ন্ত্রণ করে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনিয়ম তদন্তে এবার যে কমিটি কাজ করছে আমরা আশা করব, তাদের রিপোর্ট সঠিকভাবে মূল্যায়িত হবে। দোষী ব্যক্তিকে সতর্কের নামে ছাড় দেয়া হবে না। সেই সঙ্গে প্রত্যাশা থাকবে, যেসব সমস্যার কারণে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা কারিগরি বোর্ডের সঠিক সেবা পাচ্ছেন না সেসব দূর করা হবে।

আমরা মনে করি শুধু একটি দুর্নীতির অভিযোগ নয় কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের সার্বিক অনিয়ম ও দুর্নীতি সম্পর্কে গভীরভাবে তদন্ত হতে হবে। তদন্তে পাওয়া অনিয়ম এবং অনিয়মকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিষ্ঠানটিতে নিয়ম ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বিচ্ছিন্নভাবে তদন্ত এবং সতর্ক করার নামে শাস্তি না দেয়া অব্যাহত থাকলে প্রতিষ্ঠানটি যে ধ্বংসের দিকে ধাবিত হবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তারপরও হয়তো সাইনবোর্ড থাকবে কিন্তু বোর্ডের যথার্থ কার্যকারিতা থাকবে না।